ওয়েবার সামাজিক ক্রিয়ার (Social Action) বিষয়ীগত (Subjective) অধ্যয়নের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করা, যা ব্যক্তিসাপেক্ষ। এইভাবে সামাজিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি ও ফলাফল সমূহের একটি কার্যকারণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া সম্ভব। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্ব হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক ক্রিয়ার মর্মবস্তু অনুধাবনের চেষ্টা করে। এই চেষ্টা পরিচালিত হয় 'ভেরস্তেহেন' (verstehen) পদ্ধতিতে যা প্রকৃত অর্থে সহানুভূতিমূলক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া বিভিন্ন মানবীয় ঘটনার সঠিক তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ঘটনাবলী বাহ্যিক দিক থেকে বোঝা সম্ভব। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলী বুঝতে হলে বিষয়ীগত অর্থ (subjective meaning) সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এর জন্য নির্দিষ্ট অবস্থায় ক্রিয়াশীল মানুষের লক্ষ্য, আশা ও মূল্যবোধকে বুঝতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক (objective) দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই সমাজ গবেষণা তার প্রাণ পেয়ে থাকে। প্রকৃত সমাজ গবেষককে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনার উর্দ্ধে উঠে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গবেষণার বিষয়কে বিচার করতে সক্ষম হতে হবে। বস্তুত, সামাজিক গবেষণা কোনো রুটিন মাফিক বা ধরাবাঁধা জ্ঞান অন্বেষণ নয়। এ হলো যুক্তিনির্ভর-সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণ। বিজ্ঞানভিত্তিক অন্বেষণে প্রাপ্ত জ্ঞান মানুষের সাধারণ বোধ (Common sense belief) থেকে আলাদা। সাধারণ বোধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অসংলগ্ন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা ধারণা কোনো সুবিন্যস্ত তথ্য প্রমাণ ছাড়াই কোনো সমাজের সদস্যদের কাছে আপাতসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রচলিত ধারণায় সমাজের সদস্যদের বিশ্বাস ও প্রশ্নহীন আনুগত্য সাধারণ বোধের (Common sense) মূল ভিত্তি। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজের সদস্যরা সাধারণবোধ সঞ্জাত জ্ঞানকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতি প্রদত্ত (Naturally given) বলে মনে করে। সাধারণবোধ জাত অনেক ধারণা ও বিশ্বাস অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্তবোধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমে সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে যে সব ধারণা গড়ে তোলা হয় তা অধিকাংশ সময় সত্য হয় না।

অ্যান্থনি গিডেনস্ মনে করেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বকে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। এই ধরণের 'অপেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গিতে' (Layman's view) নিজেদের সংস্কৃতির সবকিছু 'স্বাভাবিক', অন্য সংস্কৃতির অনেক কিছু আলাদা। এই ধরণের জাতিকেন্দ্রিক (Ethnocentric) দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত সমাজ গবেষণার পথে অন্তরায়। বস্তুনিষ্ঠতা বা নৈর্ব্যক্তিকতার (Objectivity) পথে জাতিকেন্দ্রিকতা অন্তরায় সৃষ্টি করে। সাধারণবোধজাত জ্ঞানের সমস্যা হল যে এই জ্ঞান সংকীর্ণ, সংস্কারাচ্ছন্ন ও অপরিবর্তনশীল।